দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ০৬

ছাত্ররাজনীতির বর্তমান ধারায় ব্যথিত রাষ্ট্রপতি

ঢাকা ভার্সিটিতে উৎসবমুখর সমাবর্তন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, ষাটের দশকে আমরা যারা ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম তাদের স্কুলেরই আদর্শ ছিল। সে আদর্শ হলো দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধন। এতে ব্যক্তি স্বার্থের কোন স্থান ছিল না। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতিতে অনেক ক্ষেত্রে সে আদর্শের অনুপস্থিতি আমাকে বেদনাহত করে। ছাত্র রাজনীতি এখন অনেক ক্ষেত্রে আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিস্বার্থ নির্ভর হয়ে পড়েছে। এ থেকে বেরিয়ে এসে ছাত্র রাজনীতিকে জাতির বৃহত্তর কল্যাণে আদর্শিক ও গণমুখী করে তুলতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ বছর সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. ফ্রান্সিস গ্যারি। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ছাত্ররাজনীতির বর্তমান

২০ পৃষ্ঠার পর

'ডক্টর অব ল' ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, ইনস্টিটিউট ও অধিভুক্ত কলেজসমূহের ৬ হাজার ১০৪ জন গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রি ও পদক প্রদান করা হয়।

সমাবর্তন উপলক্ষে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ছিল বর্ণিল ও উৎসবমুখর। তবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের অবরোধের কারণে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করেন বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকরা।

মেধাস্বত্ব রক্ষার আহবান: সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ড. ফ্রান্সিস গ্যারি বলেন, তারুণ্য, আশাবাদ ও শিক্ষা-এ তিনটি হচ্ছে পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তরুণরাই পারে আশাবাদী হতে এবং শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ আসন অলংকৃত করতে। শিক্ষার মাধ্যমে তরুণরা এগিয়ে যাওয়া মানে দেশ এগিয়ে যাওয়া, দেশ এগিয়ে যাওয়া মানে পৃথিবী এগিয়ে যাওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ড. গ্যারি বলেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং জ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিতরণের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই। মৌলিক জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি মেধাস্বত্ব রক্ষায় গবেষকদের জোর দিতে হবে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি সকলের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন।

এর আগে ভাষণ প্রদান কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, জ্ঞানের সুষম সমন্বয় ও প্রয়োগের উপরই নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে সেই কাজই করে যাচ্ছে।

এবার সমাবর্তনে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ২৯ জন স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এছাড়া পিএইচডি ৪২ জন, এমফিল ২০ জন, এমডি এমএস ৪৯ জন, বিভিন্ন অনুষদের স্নাতক ৩ হাজার ১৬০ জন ও স্নাতকোত্তর ৫৬৫ জন, এমবিবিএস ১ হাজার ৬২৫ জন, বিডিএস ৩১৯ জন, নার্সিং ও ফিজিওথেরাপী ১৮৬ জন এবং হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিকে সনদ পেয়েছেন ১০৯ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ। এ সময় মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক পরিষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সমাবর্তন উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা কার্জন হল থেকে দোয়েল চত্বর হয়ে সমাবর্তনস্থলে প্রবেশ করে। এতে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

সরব ক্যাম্পাস: সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে গতকাল গ্র্যাজুয়েটদের পদচারণায় সরব ছিল পুরো ক্যাম্পাস। কালো রঙের গাউন, টাই আর টুপি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন প্রত্যেকেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়িয়েছেন তারা। ব্যস্ত ছিলেন ব্যক্তিগত কিংবা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ক্যামেরায় ছবি তুলতে। আনুষ্ঠানিকভাবে সনদগ্রহণের পর্বশেষে আড্ডা ও স্মৃতিচারণেই মেতে ছিলেন এই সদ্য স্নাতকরা।

অনুষ্ঠান বর্জন: সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকদের দেখা যায়নি। তারা অনুষ্ঠান বর্জন করেন। এ প্রসঙ্গে সাদা দলের যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক মো. আমিনুর রহমান মজুমদার ও অধ্যাপক মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুপস্থিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের নানা অনিয়ম ও একদলীয় মনোভাবের প্রতিবাদে তারা অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন।

ককটেল উদ্ধার: এদিকে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সকালে কলাভবন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাঁচটি ককটেল উদ্ধার করেছে শাহবাগ থানা পুলিশ। ভবনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের টয়লেটের পাশ থেকে ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়।